আদেশনং- ০৯
তারিখ-২৯/০৪/২৪

অদ্য ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ২১/০৪/২৪ ইং তারিখের দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষ ও ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেন।

নথি ২১/০৪/২৪ ইং তারিখের দরখাস্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

দাখিলী দরখাস্ত বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য শ্রবণ করলাম।

৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, বিগত ২৪/০৩/২০২৪ ইং তারিখে বাদীপক্ষ ও বিবাদীপক্ষের সম্মতিতে নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্তে স্থিতবস্থা বজায় রাখার আদেশ হলেও প্রকৃতপক্ষে ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষ উক্ত তারিখে কোন সম্মতি জ্ঞাপন করেননি। বাদীপক্ষ ও ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীপক্ষ যোগসাজস উপায়ে আদালত কে ভুল বুঝিয়ে উক্ত স্থিতবস্থা আদেশ হাসিল করেছেন। যেহেতু অত্র বিবাদীপক্ষ উক্ত দুইটি নিষেধাজ্ঞা আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করিয়াছে সুতরাং স্থিতবস্থার আদেশ হওয়ায় অত্র বিবাদীপক্ষের অপূরনীয় ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত প্রেক্ষিতে ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষ গত ২৪/০৩/২০২৪ ইং তারিখের স্থিতবস্থা আদেশ পুনর্বিবেচনাক্রমে রদ রহিত করিয়া নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত ও আপত্তি শুনানীর জন্য নিবেদন করেন।

অপরদিকে বাদীপক্ষ ও ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি একযোগে নিবেদন করেন যে যেহেতু অত্র মোকদ্দমাটি বিভাগের মামলা সুতরাং স্থিতবস্থা আদেশ সঠিক হয়েছে।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ বিগত ২৯/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দাখিল করেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে উক্ত বিবাদীগণ ১৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে লিখিত আপত্তি দাখিল করেন। আবার ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীপক্ষ ২৪/০৩/২০২৪ ইং তারিখে ১-৪৭ নং বাদীগণ ও উক্ত ৪৬-৬২ নং বিবাদীদের নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন। উক্ত তারিখে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি স্থিতবস্থা আদেশ হলে তাদের আপত্তি নেই মর্মে জানালে অত্রাদালত স্থিতবস্থা আদেশ বজায় রাখার নির্দেশ প্রদাণ করেন। কিন্তু প্রতীয়মান হচ্ছে যে আদেশে ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীর সম্মতির বিষয়ে বলা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে উক্ত বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি সেদিন কোন সম্মতি প্রদান করেননি। উক্ত আদেশে ভুলক্রমে ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদী সম্মতি প্রদান বিষয়ে লেখা হয়েছে মর্মে দৃষ্ট হয়। বাদীপক্ষ ও ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীপক্ষের যৌথ সম্মতি থাকলেও ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষের কোন সম্মতি না থাকায় স্থিতবস্থা আদেশ প্রদান সঠিক হয়নি বলে আমি বিবেচনা করি। এমতাবস্থায় উক্ত

২৪/০৩/২০২৪ ইং তারিখের পক্ষদের সম্মতিমূলে প্রদত্ত স্থিতবস্থা আদেশ পুনর্বিবেচনাযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

অতএব

আদেশ হয় যে

৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় ২১/০৪/২০২৪ ই তারিখের দরখাস্ত মঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা বিগত ২৪/০৩/২০২৪ ইং তারিখে প্রদত্ত স্থিতবস্থার আদেশ পুনর্বিবেচনাক্রমে উহা রদ ও রহিত করা হলো।

যেহেতু বাদীপক্ষ ও ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীপক্ষ কৃর্তক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দরখাস্তের বিরুদ্ধে ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল করেছেন সুতরাং উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে শুনানী হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি।

অতপর নথি বাদীপক্ষ ও ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষের মূল বক্তব্য হলো, দরখাস্ত বর্নিত ১ নং তফসিলোক্ত নালিশী আর এস ৩৩২১/১৯৫৮ নং খতিয়ানের দাগাদির আন্দরে ২৩০ শতক ভুমির মালিক ছিল আলী আহম্মদ চৌধুরী। উক্ত আলী আহম্মদ চৌধুরী মরনে ১ স্ত্রী সিরাজ খাতুন, ৪ পুত্র আমিন শরীফ, ইমাম শরীফ মোহাম্মদ শরীফ ও চাঁদ শরীফ ও কন্যা রহিমুন্নেসা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক পুত্র ৫১.১১ শতক এবং কন্যা ২৫.৫৬ শতক করে সম্পত্তি পায়। উক্ত ইমাম শরীফ গং দের মৃত্যুতে তৎ পরবর্তী ওয়ারীশ ১-৪৭ নং বাদীগণ একত্রে ১৫৩.৮৮ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে মাটি ভরাট ক্রমে ও নাল জমিতে ধান্যাদি রোপনে তামাদির উর্ধ্বকাল যাবত উক্ত সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছেন। ২ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে ১-৪৭ নং বাদীগণ ২৪.২৭ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। উক্ত সম্পত্তির কতেকাংশে কবরস্থান হিসাবে এবং নাল ভুমিতে চাষাবাদে ও পুকুর খননে মৎসাদি জিয়ানে ভোগদখলে আছেন। ৪৭ নং বিবাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্তে ভুল বি এস খতিয়ানের অনুবলে তার প্রাপ্য অংশে চেয়ে বেশী দাবি করিয়া বাদীগণ কে নালিশী ১(ক) ও ২(ক) তফসিলোক্ত ভুমি থেকে বেদখলের হুমকি প্রদর্শন করিলে বাদীপক্ষ বাধ্য হয়ে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।

আবার ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীপক্ষের নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তের মূল বক্তব্য হলো, উক্ত বিবাদীগণ আর এস রেকর্ডী আলী আহম্মদের অপর পুত্র আমিন শরীফের পরবর্তী জের ওয়ারীশ হিসাবে ১ নং তফসিলোক্ত ভুমির মধ্যে ২৫.৫৪ শতক এবং ২ নং তফসিলোক্ত ভুমির মধ্যে ৪.২২ শতক ভুমিতে

স্বত্ববান ও দখলকার হন। বাদীগণ ও ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষ অন্যায়ভাবে তাদের কে উক্ত ভুমি থেকে বেদখলে হুমকি দেওয়া অত্র নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত দাখিল করেন।

অপরদিকে ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষ নিষেধাজ্ঞা দরখাস্তের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি দাখিল করেন। উক্ত বিবাদীদের লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য হলো, আর এস রেকর্ডী অলি আহম্মদের পুত্র চাঁন শরীফ চৌধুরী ও মোহাম্মদ শরীফ চৌধুরী ওয়ারীশগণ অর্থাত ১১-২৪ নং বাদীগণ আদৌ দাবিকৃত সম্পত্তির মালিক নন। কেননা ইমাম শরীফ চৌধুরী ও মোহাম্মদ শরীফ চৌধুরীর ওয়ারীশ ছাবিলা খাতুন গং এর ৩৩২১ খতিয়ানের ১৪০২২ দাগের ৪৯ শতক ভুমি ১৯৩৭ সনের ১২৮৭ নং করজারি মোকদ্দমা মূলে নিলাম হয়। ভারতচন্দ্র নিলাম খরিদ্দার ১৪/০৯/৪০ ইং তারিখে দখল প্রাপ্ত হন। অলি আহম্মদের পুত্র আমিন শরীফ নালিশী ১ ও ২ নং তফসিলোক্ত ভুমিতে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় মরনে ২ পুত্র নুরুল ইসলাম চৌধুরী ও সমছুল ইসলমা চৌধুরী প্রাপ্ত হন। নুরুল ইসলাম চৌধুরী মরনে ৪৬-৫৩ নং বিবাদীগণ প্রাপ্ত হয়। অত্র বিবাদীপক্ষের আরো নিবেদন হলো বাদীপক্ষ নালিশী দাবিকৃত ১/২ নং তফসিলোক্ত ২৩৮ শতক সম্পত্তি মধ্যে ১৪০৬৩ দাগে ২২ শতক ও ১৪০২২ দাগে ৪৯ শতক সহ ৭১ শতক সম্পত্তি নিলাম হয়। অবশিষ্ট থাকে ১৬৭ শতক। পরবর্তীতে আরেকটি নিলাম মূলে জনৈক আহম্মদ মিয়া নিলাম খরিদ করেন। উক্ত আহম্মদ মিয়া হতে ৫০৮১/১২৪৫/১২৪৬ নং কবলামুলে ১০২ শতক ভুমি খরিদ করেন। আর এস ১৪০২২ দাগে নিলাম বাদে অবশিষ্ট স্বত্ব বিবাদীদের মৌরশী এবং খরিদা সহ মোট (১০২ +৪৮) = ১৫০ শতক ভুমিতে অত্র বিবাদীগণ স্বত্ববান ও দখলকার নিয়ত আছেন। বাদীগণ খরিদসূত্রে ৮৫.৫০ শতক এবং বিবাদীগনের চাচী ময়মুনা খাতুতের অংশীয় ১১.৫০ শতক সহ সর্বমোট ৯৭ শতক ভুমিতে ভোগদখলে আছেন।

বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে, দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকুলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উভয়পক্ষের বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, আপত্তি , দাখিলী কাগজাদি সহ সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্বীকৃতমতে বিরোধীয় ১/২ নং তফসিলোক্ত জায়গা ২৩০ শতক ভুমির মালিক ছিল আলী আহম্মদ চৌধুরী। উক্ত আলী আহম্মদ চৌধুরী মরনে ১ স্ত্রী সিরাজ খাতুন, ৪ পুত্র আমিন শরীফ, ইমাম শরীফ মোহাম্মদ শরীফ ও চাঁদ শরীফ ও কন্যা রহিমুন্নেসা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ১-৪৭ নং বাদীগণ উক্ত ইমাম শরীফ মোহাম্মদ শরীফ , চাঁদ শরীফ , কন্যা রহিমুন্নেসা গং দের পরবর্তী জের ওয়ারীশ হন । অপরদিকে ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষ আমিন শরীফের পুত্র নুরুল ইসলামের জের ওয়ারীশ হন এবং ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীপক্ষ আমিন শরীফের

০৪ কন্যা নূর জাহান আনোয়ারা মমতাজ ও নূরনাহার এর জের ওয়ারীশ হন। ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষ আপত্তিতে আমিন শরীফের উক্ত কন্যাদের বিষয়টি গোপন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষ নালিশী ১৪০২২ দাগে বাদীগনের পূর্ববর্তী ইমাম শরীফ ও মোহাম্মদ শরীফের স্বত্বীয় ৪৯ শতক নিলাম হবার দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় ১৯৩৭ সনের ১২৮৭ নং করজারি মামলার বয়নামা ও দখল দেওয়ানীর ফটোকপি হতে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। আবার উক্ত বিবাদীপক্ষ জনৈক আহম্মদ মিয়া নালিশী ভূমি নিলামসূত্রে খরিদ করেন এবং উক্ত আহম্মদ মিয়া হতে অত্র বিবাদীদের পূর্ববর্তী আছিয়া খাতুন ও সমশুল হক তিনটি কবলামুলে ১০২ শতক ভূমি খরিদ করার দাবি করেছেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষ আহম্মদ মিয়ার নিলাম খরিদ সমর্থনে কোন বয়নামা বা দখল দেওয়ানী দাখিল করেননি। যাইহোক অত্র ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষের আপত্তির ৩৬ নং প্যারায় স্বীকৃতমতে বাদীগণ ৯৭ শতক ভূমিতে ভোগদখলে রয়েছেন। আবার ৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীগন ও ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীগণ আমিন শরীফের জের ওয়ারীশ হিসাবে ১/২ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি মৌরশীসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে আছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে নালিশী ১/২ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ মৌরশীসূত্রে সহ-শরীকদার হন। উক্ত বাদী ও বিবাদীর মধ্যে ইতিপূর্বে আপোষ চিহ্নিতমতে কোন লিখিত বন্টননামা হয়নি। উভয়পক্ষের মধ্যে সীমানা নিয়ে বিরোধ চলমান মর্মে বাদীপক্ষ তাহার আরজি ও দরখাস্তে দাবি করেছেন। উভয়পক্ষ হতে দাখিলীয় সকল দালিলিক প্রমানাদি এবং সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় ইহা অতি পরিস্কার যে, বাদীপক্ষ তাহার পক্ষে প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়েছে এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা তাহাদের অনুকুলে। অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তপসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তির আকার ও প্রকৃতি সংরক্ষন এবং সম্মুন্নত রাখার দায়ভার অত্র আদালতের উপর অর্পিত বলে আমি মনে করি। সেইসাথে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। এরুপ অবস্থায় যদি স্থিতিবস্থার (Status Quo) আদেশ প্রদান করা হয় তাহলে কোনপক্ষই তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ ও ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীগণ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ ও ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীগণ কর্তৃক আনীত গত ২৯/১১/২০২৩ ইং ও ২৪/০৩/২০২৪ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তদ্বয় দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা মামলার বাদীপক্ষ, ১১/২৫-২৮/৩৪/৩৫/৪১-৪৫ নং বিবাদীপক্ষ ও

৪৬/৪৭/৪৯/৫০-৫২ নং বিবাদীপক্ষ কে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় পর্যন্ত যে যে অবস্থায় রয়েছে সেই অবস্থায় থাকিয়া নালিশী তফসিল বর্নিত ভুমিতে স্থিতিবস্থা (Status Quo) বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো। সেক্ষেত্রে উভয়পক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে শান্তিভঙ্গ বা নালিশী সম্পত্তির কোন প্রকার আকার প্রকৃতি পরিবর্তন বা হস্তান্তর বা নালিশী ভুমিতে যেকোন কোন ধরনের নির্মান কাজ করা হতে বিরত থাকবেন।

তবে ১/২ নং তফসিলভুক্ত নালিশী ভুমিতে স্থিত পুনীভুমির জলীয় অংশ ব্যবহার, কবরস্থান ব্যবহার এবং উক্ত ভুমিতে স্থিত ফসলী ধান কাটার ক্ষেত্রে স্থিতবস্থাদেশ প্রযোজ্য হইবে না।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী ---------- ইং ----------।

আমার স্বহস্তে টাইফকৃত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।